যেভাবে ডায়িং পিসি রিপেয়ার করবেন

তাসনীম মাহ্‌মুদ

পিসি ব্যবহারকারীরা প্রায় সময় কোনো না কোনো সমস্যার মুখোমুখি হন। এসব সমস্যার সমাধান খুব সাধারণ থেকে জটিল পর্যন্ত হয়ে থাকে। সমস্যা যাই হোক না কেনো, ব্যবহারকারী এতে কখনও কখনও বেশ বিচলিত হয়ে পড়েন এতে কোনো সন্দেহ নেই। যেমন পিসির 'ব্লু স্ক্রিনিং' বা বিস্ময়করভাবে শাটডাউন হওয়া। এ লেখায় ব্যবহারকারীর উদ্দেশে উপস্থাপন করা হয়েছে পিসির সাধারণ সমস্যা, বিশেষ করে ব্লু স্ক্রিন ডেথের কারণ নিরূপণ ও সমাধানের কৌশল।

পিসির স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে এমন কোনো সমস্যা যদি শনাক্ত করতে পারেন, তাহলে সমস্যা থেকে পরিত্রাণের উপায়ও খুঁজে বের করার সম্ভাবনা থাকবে। সমস্যা শনাক্ত করা হচ্ছে সবচেয়ে জটিল অংশ, কেননা কোন কম্পোনেন্ট বা অপারেটিং সিস্টেমের কোন অংশ অস্বাভাবিক আচরণ করছে, তা সবসময় নিশ্চিত করে বলা যায় না। এ লেখায় ব্যবহারকারীদের উদ্দেশে উপস্থাপন করা হয়েছে কিভাবে পিসির সবচেয়ে সাধারণ কারিগরি সমস্যা শনাক্ত ও সমাধান করা যায়।

সফটওয়্যার বনাম হার্ডওয়্যার

যখন কোনো কমপিউটার স্বাভাবিক আচরণ করে না, তখন ব্যবহারকারীর প্রথম কাজ হলো খুঁজে দেখা সমস্যার কারণ হার্ডওয়্যারের নাকি সফটওয়্যারের। কেননা পিসির সমস্যা হার্ডওয়্যারের কারণে যেমন হতে পারে, তেমনি সফটওয়্যারের কারণেও হতে পারে। লক্ষণীয়, সমস্যার কারণ হার্ডওয়্যারে নাকি সফটওয়্যারে তা নিরূপণ করার বিষয়টি ঠিক বিজ্ঞানসম্মত নয়, তবে সমস্যা সমাধানের প্রধান সূত্র বুঝতে পারবেন উইন্ডোজ 'ব্লু স্ক্রিন অব ডেথ'-এর কারণ কিনা। যদি ব্লু এরর স্ক্রিন আবির্ভূত হয় ক্ষণস্থায়ীভাবে পিসি রিস্টার্ট হওয়ার আগে, তাহলে বুঝে নিতে হবে উইন্ডোজ কোনো সমস্যা শনাক্ত করতে পেরেছে এবং সিস্টেমকে শাটডাউন করতে সক্ষম হয়েছে নিয়ন্ত্রিতভাবে। সিপিইউ বা হার্ডডিস্ক যদি হঠাৎ করে এবং অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে ব্যর্থ হতো তাহলে এমনটি হতো না। সুতরাং ব্লু এরর স্ক্রিনের উপস্থিতিতে বুঝে নিতে হবে যে আপনার সিস্টেমের সমস্যাটি হলো সফটওয়্যারের।

এই কনটেক্সটে সফটওয়্যার বলতে অ্যাপ্লিকেশন এবং গেমকে বোঝানো হয়নি। উইন্ডোজকে এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যে সাধারণ প্রোগ্রামের পক্ষে প্রায় অসম্ভব ব্যাপার পুরো সিস্টেমকে ক্র্যাশ করা। যেহেতু সফটওয়্যারের ত্রুটির কথা বলা হয়েছে, তাই নীতিগতভাবে উইন্ডোজের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। কোর ওএস স্ট্যাবল, কিন্তু থার্ডপার্টি ডিভাইস ড্রাইভার খুব সহজেই সিস্টেমকে ভূলুণ্ঠিত করে ফেলে। যদি আপনার সমস্যাটি ত্রুটিপূর্ণ ড্রাইভের কারণে হয়, তাহলে কি ভুল হয়েছে তা ভালোভাবে খেয়াল করলে খুব সহজেই সমস্যাকে শনাক্ত করতে পারবেন। উদাহরণস্বরূপ, যদি প্রতিবার স্ক্রিন রেজ্যুলেশন পরিবর্তনের চেষ্টা করলে আপনার কমপিউটার ক্র্যাশ করে, তাহলে সে ক্ষেত্রে গ্রাফিক্স ড্রাইভারকে খুব সহজেই দোষী হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে।

ব্লু স্ক্রিনে প্রদর্শিত তথ্য আপনাকে পথ দেখাতে পারে, তবে বাই-ডিফল্ট এটি স্ক্রিনে বেশিক্ষণ স্থায়ী থাকে না, যাতে আপনি বুঝতে পারেন। আপনি ইচ্ছে করলে এটিকে দৃশ্যমান রাখতে পারেন যতক্ষণ পর্যন্ত না রিবুট করছেন System Control Panel আইটেম ওপেন করার মাধ্যমে। Advanced System Settings-এ ক্লিক করে Startup and Recovery বেছে নিয়ে 'Automatically restart' বক্স আনটিক করুন। এর ফলে কমপিউটার ক্র্যাশ করলে প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো পড়তে পারবেন। আপনি একটি নির্দিষ্ট ফাইলের রেফারেন্স যেমন atikmdag.sys বা nvlddmkm.sys পাবেন। এ ফাইলটি কি কাজের তা জানার জন্য ওয়েবে খোঁজ করতে পারেন। এক্ষেত্রে 'ati' এবং 'nv' দিতে পারে এক শক্তিশালী আলামত বা লক্ষণ যেগুলো এটিআই বা এনভিডিয়া গ্রাফিক্স কার্ড ড্রাইভার।

চিত্র-১

সিস্টেমের অস্থিতির জন্য ড্রাইভারকে সন্দেহ করার অনেক কারণ রয়েছে। তাই নিজের সন্দেহ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য ড্রাইভার প্রস্তুতকারকের ওয়েবসাইটে আপডেটেড ড্রাইভার ভার্সন ইনস্টল করে দেখতে পারেন। এতে সমস্যা ফিক্স হতেও পারে। বিকল্প হিসেবে পুরনো ভার্সনের ড্রাইভার ইনস্টল করে দেখতে পারেন। এজন্য হয়তো আপনাকে আবার ড্রাইভার প্রস্তুতকারকের ওয়েবসাইটে ফিরে গিয়ে চেষ্টা করতে পারেন অথবা Device Manager ডিভাইসে ডান ক্লিক করে Device→Roll Back Driver সিলেক্ট করুন। ড্রাইভারে সুইচ করার পর যদি কোনো সহায়তা না পান, তাহলে ড্রাইভার ফেইল্যুরের কারণ হতে পারে হার্ডওয়্যার সংক্রান্ত। এক্ষেত্রে সমস্যা সমাধানের কোনো সহজ সমাধান নেই ডিভাইস প্রতিস্থাপন করা ছাড়া। অথবা এটি যদি মাদারবোর্ডে বিল্ট ইন হয়, তাহলে তা ডিজ্যাবল করে দিতে পারেন বায়োস থেকে অথবা ডিভাইস ম্যানেজার থেকে।

যদি সমস্যার ফলাফল হিসেবে ড্রাইভার না হয় অথবা যদি সমস্যাকে আলাদা করতে না পারেন তাহলে সবসময় ব্যবহার করতে পারবেন সিস্টেম রিস্টোর নামের অপশন, যাতে আপনার পিসিকে আগের ভালো অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায়। এতে আপনার সমস্যা সমাধান হতে পারে। এরপরও যদি সমস্যা সমাধান না হয়, তাহলে সবচেয়ে কঠোর পদক্ষেপ হিসেবে সিস্টেম রি-ইনস্টল অর্থাৎ ওএস রি-ইনস্টল করতে পারেন। যাই হোক, এ কাজটি করার আগে বিভিন্ন অপারেটিং সিস্টেম দিয়ে চেষ্টা করা উচিত, যেমন উবুন্টু লিনআক্স। এরপরও যদি সমস্যা হয় তাহলে বুঝতে হবে সমস্যাটি নির্দিষ্ট অপারেটিং সিস্টেমের জন্য হচ্ছে না। সুতরাং এক্ষেত্রে হার্ডওয়্যারের দিকে মনোযোগী হওয়া উচিত।

মেমরি এরর

কখনও কখনও উইন্ডোজ ক্র্যাশ করতে পারে 'ব্লু স্ক্রিন এরর'সহ, যেখানে ড্রাইভার শনাক্ত হয় না বা ভিন্ন ভিন্ন ক্র্যাশ রিপোর্ট আবির্ভূত হতে পারে ভিন্ন ফাইল নেমে। এমন অবস্থায় আপনার সমস্যার ভিত্তিস্বরূপ হতে পারে ত্রুটিপূর্ণ মেমরি, যা অপারেটিং সিস্টেমকে দিয়ে অসম্ভব ধরনের ইনস্ট্রাকশন কার্যকর করার চেষ্টা করছে অথবা অপারেট করছে বাতিল ডাটা। এসব কাজ করতে ব্যর্থ হলে সিস্টেম ক্র্যাশ করে।

এ ধরনের মেমরি এরর ডায়াগনোসিস করা বেশ জটিল, কেননা স্বাভাবিকভাবে এরর সাময়িকভাবে থেমে যায়। তবে এর ব্যতিক্রমও আছে, যা খুব কম দেখা যায়, যেমন DIMM মেমরি সম্পূর্ণরূপে ফেইল হয় এবং কমপিউটার স্বাভাবিকভাবে স্টার্ট হতে ব্যর্থ হয় যতক্ষণ পর্যন্ত না এই মেমরিকে সরানো হয়। মেমরি এররের সবচেয়ে সেরা লক্ষণ হলো আপাতদৃষ্টিতে নিয়মিতভাবে ক্র্যাশের মুখোমুখি হওয়া। এমন অবস্থায় যদি র‍্যাম সন্দেহের লক্ষ্যবস্তু হয়, তাহলে পরীক্ষা করার জন্য F8 কী চাপতে পারেন যেহেতু উইন্ডোজ বুট হয় Advanced Boot Option স্ক্রিনে এক্সেস করার জন্য। এরপর Escape কী চাপতে হবে অপারেটিং সিস্টেমের লিস্ট দেখার জন্য। এরপর Tab কী ব্যবহার করে নিচে নেমে আসুন এবং Windows Memory Diagnostics আইটেম ও Return কী চাপুন। যদি সবকিছু ঠিক থাকে তাহলে স্ট্যান্ডার্ড টেস্টের জন্য দশ মিনিটের চেয়ে কম সময় লাগবে। মূল টেস্ট স্ক্রিনে F1 চেপে পরীক্ষার অপশন পাবেন। আপনি ইচ্ছে করলে উইন্ডোজ ইনস্টলেশন ডিভিডির System Recovery অপশন থেকে মেমরি ডায়াগনস্টিক টুল চালু করতে পারবেন।

চিত্র-২

যদি সমস্যাটি মেমরি এররের হয়, তাহলে একটি নতুন মেমরি মডিউল কিনে নিতে পারেন, যা খুব ব্যয়বহুল নয়। যদি আপগ্রেড করার ইচ্ছে থাকে, তাহলে এ সুযোগটি কাজে লাগাতে পারেন।

সিস্টেমের স্থায়িত্বের উদ্দেশ্যে DIMM মেমরির জন্য বাড়তি খরচ করার দরকার নেই। প্রায় সময় দেখা যায়, মেমরি মডিউল ত্রুটিপূর্ণভাবে আবির্ভূত হয়, কেননা বায়োস ▸

তাদের রেটেড স্পিডে রান করতে চেষ্টা করে, কিন্তু তা সম্ভব হয় না।

এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য প্রতিটি DIMM মেমরির জন্য ফ্রিকোয়েন্সি এবং টাইমিং চেক করা দরকার। এ কাজটি করতে হবে লেবেল পরীক্ষার মাধ্যমে বা প্রস্তুতকারকের ওয়েবসাইটে গিয়ে। লেবেল পরীক্ষা হলো স্পিড পরীক্ষা, যেমন ১৩৩৩ মেগাহার্টজ এবং এর পরের সংখ্যাগুলো হলো সিরিজ নম্বর, যেমন ৭-৭-৭-২১। এরপর বায়োস অ্যাক্সেস করে ডিজ্যাবল করতে হবে স্বয়ংক্রিয় র‍্যাম সেটিং এবং সঠিক সেটিং ম্যানুয়ালি সেট করতে হবে। যদি বিভিন্ন ধরনের DIMM মেমরি থাকে, তাহলে সর্বনিম্ন কোট করা ফ্রিকোয়েন্সির এবং সবচেয়ে ধীর কোট করার টাইমিং বেছে নিন, যা সর্বোচ্চ নম্বরের।

হার্ডডিস্ক ফেইল্যুর

হার্ডডিস্ক ফেইল্যুর হতে পারে এক আকস্মিক বিপর্যয়ের মতো, কেননা এর ফলে সাধারণ ডাটা হারিয়ে যেতে পারে। তবে হার্ডডিস্ক ফেইল্যুর হওয়ার আগে অস্পষ্টভাবে ব্যবহারকারীকে সতর্ক করে। এটি প্রযুক্তির সৌজন্যতা, যা স্মার্ট (SMART - সেলফ মনিটরিং অ্যানালাইসিস অ্যান্ড রিপোর্টিং টেকনোলজি) হিসেবে পরিচিত। স্মার্ট শনাক্ত করে সতর্ক সঙ্কেত যেমন হিট-আউটপুট এবং ভাইব্রেশন বেড়ে যায়। যখন সিস্টেম বায়োসে স্মার্টের সুইচ অন থাকবে তখন আপনার ড্রাইভ কোন সমস্যা করে শনাক্ত করলে তা রিপোর্ট করবে। এটি আপনাকে সঙ্কেত দেয় পার্সোনাল ফাইলগুলো তাৎক্ষণিকভাবে ব্যাকআপ করার জন্য এবং ডিস্ক প্রতিস্থাপনের জন্য পরিকল্পনা করার তাগিদ দেয়। যদি আপনি নিজের জন্য চেক করতে চান একটি ড্রাইভের স্মার্ট ডাটা, সেক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারেন ফ্রি টুল, যা আপনার কাজটি করে দেবে। এসব টুলের মধ্যে অন্যতম একটি হলো SpeedFan। স্মার্ট ডাটা যে তথ্যই দিক না কেনো, হার্ডডিস্ক কখনও কখনও কাজের সময় অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে অস্বাভাবিক আচরণ করতে পারে, যা পরে ব্লু-স্ক্রিন এররের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। তবে এটি অনেকটাই উইন্ডোজ ফ্রিজ বা শাটডাউনের মতো। এর ফলে পুরো ফাইলিং সিস্টেমসহ পেজ ফাইল কনটেন্ট হারিয়ে যেতে পারে। কঠোর ভাষায় যাকে বলা হয় উইন্ডোজ ক্র্যাশ করা।

এ ধরনের অস্বাভাবিক আচরণের কারণে কখনও কখনও ডিস্ক স্থায়ীভাবে নষ্ট হয়ে যেতে পারে, যার কারণে আপনার পিসি স্বাভাবিকভাবে রিবুট হতে ব্যর্থ হয়। অথবা পিসি স্মুথভাবে রিস্টার্ট হতে পারে না এবং পিসির সমস্যা যথাযথভাবে ডায়াগনোসিস করা কঠিন করে ফেলে। মেকানিক্যাল ড্রাইভের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য দুটি লক্ষণ বেশি পরিলক্ষিত হতে দেখা যায়, যেমন হার্ডড্রাইভ থেকে শব্দ উৎপন্ন হওয়া বা হুইনিং নয়েজ সৃষ্টি হওয়া। এ দুটোই ক্ষতিকর। ডিস্ক নষ্ট হয়ে গেছে কিনা কিংবা অন্য কোনো সমস্যা পিসিকে বুট হতে দিচ্ছে না তা যদি বুঝতে না পারেন, তাহলে হার্ডডিস্ককে অন্য আরেকটি সিস্টেমে যুক্ত করে দেখুন এটি কাজ করছে কিনা। সাটা ড্রাইভ সহজেই নিরাপদভাবে প্লাগ করা যায়। তারপরও আপনাকে ডিভাইস ম্যানেজারে অ্যাক্সেস করতে হবে এবং Scan for hardware changes সিলেক্ট করতে হবে সিস্টেম হার্ডডিস্ককে শনাক্ত করার আগে।

সিপিইউ ও গ্রাফিক্স কার্ড

সিপিইউ ও গ্রাফিক্স কার্ড উভয়ই ফ্যাক্টরিতে কঠোরভাবে পরীক্ষা করা হয়। সুতরাং ত্রুটিপূর্ণ সিপিইউ ও গ্রাফিক্স কার্ড ব্যবহারকারীর হাতে পৌঁছানোর সম্ভাবনা অনেক কম। তবে উভয় কম্পোনেন্ট কাজের সময় কখনও কখনও খুব গরম হয়ে যেতে পারে। এই কম্পোনেন্ট দুটির কোনোটি যদি খুব গরম হয়ে যায় তাহলে শাটডাউন হয়ে যেতে পারে ও হঠাৎ করে পুরো সিস্টেম ব্ল্যাকআউট হয়ে যেতে পারে।

যদি এমন ঘটনা প্রায় ঘটে তাহলে ধরে নিতে পারেন সমস্যাটি সিপিইউ বা গ্রাফিক্স কার্ডের হিটসিঙ্ক এবং ফ্যান ইউনিটের হতে পারে, যেগুলো তাদের কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে পারছে না। প্রসেসর বা জিপিইউ কোনটি থার্মাল সমস্যায় ভুগছে, তা পরীক্ষা করার সহজ উপায় হলো Prime95 নামের টুল ব্যবহার করা, যা সিপিইউকে পরীক্ষা করবে। আর FurMark টুল ব্যবহার করা যায়, যা সিপিইউ পরীক্ষা করে। এগুলোর মধ্যে একটিকে কয়েক মিনিটের জন্য রান করলে সিস্টেম ফ্যান চালু হওয়ার শব্দ শোনা যাবে। আপনি ইচ্ছে করলে SpeedFan নামের একটি টুল ব্যবহার করতে পারেন, যা ভেতরের তাপমাত্রা মনিটর করবে। যদি পিসির তাপমাত্রা বেড়ে যেতে থাকে, তাহলে সিস্টেম ক্র্যাশ করবে। এক্ষেত্রে ভালো মানের কুলিং ফ্যান ব্যবহার করা উচিত।

স্ক্রিন এবং অন্যান্য কম্পোনেন্ট

যদি এক্সটারনাল ডিসপ্লে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে ডিসপ্লের কালার বদলে ফেলে বা কালার আবির্ভূত ও অদৃশ্য হয়ে যায় অন্য কোনো প্রতিকূলতা প্রদর্শন না করেই, তাহলে ধরে নিতে পারেন এ সমস্যার কারণ হলো লুজ কানেকশন। মনিটর বা পিসির ক্যাবল কানেকশন চেক করে দেখুন অথবা আপনার গ্রাফিক্স কার্ডে আরেকটি ভিন্ন আউটপুট সকেট ব্যবহার করে চেষ্টা করতে পারেন। যদি ল্যাপটপের ক্ষেত্রে এমনটি হয়, তাহলে ল্যাপটপের ক্যাসিং খুলে সংযোগ পরীক্ষার জন্য

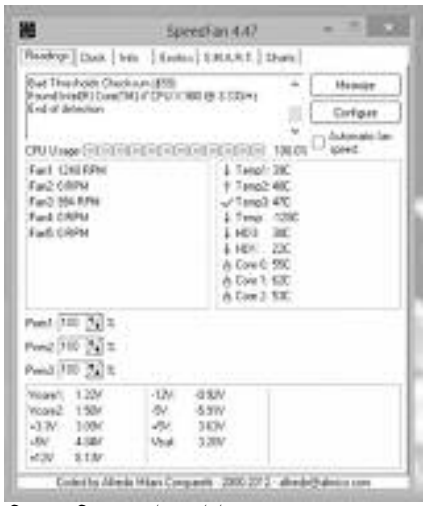

চিত্র-৩ : স্পিডফ্যান টুলের ইন্টারফেস

চেক করে দেখতে পারেন। এক্ষেত্রে অবশ্যই বিশেষজ্ঞের সহায়তা নেয়া উচিত। যদি স্ক্রিন ফাজি হয়ে যায় অথবা বিষয়বস্তু ভুল সাইজে দেখায় অথবা ডিসপ্লে মারাত্মক বিকৃতিভাবে উপস্থাপিত হয় তাহলে এ সমস্যার সম্ভাব্য কারণ হলো সার্কিট সংশ্লিষ্ট। যদি সম্ভব হয় আরেকটি ভিন্ন মনিটর কানেক্ট করে দেখুন।

আরেকটি সমস্যা ডজি ব্যাকলাইট আবির্ভূত হতে পারে, যা এলসিডি প্যানেলকে প্রভাবিত করে। এটি প্রথমে আপনার স্ক্রিনের মতো মনে হতে পারে, যা অনাকাঙ্ক্ষিত সময়ে বন্ধ হয়ে গেছে। আসলে তা নয়। যদি আপনি আরও ভালোভাবে খেয়াল করেন, তাহলে দেখতে পাবেন যে একটি ডার্ক ইমেজ আপনার কমপিউটার স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে। এটি একটি হার্ডওয়্যার সংশ্লিষ্ট সমস্যা, যা ফিক্স করা সম্ভব নয়। আপনাকে নতুন আরেকটি মনিটর কিনতে হবে বা ল্যাপটপ যদি হয়, তাহলে প্যানেল বদলাতে হবে।

বেশিরভাগ পিসি মাদারবোর্ডে মাউন্ট করা হয়, যা ট্রাবলশুটিং অপশনকে সীমিত করে না যতখানি ভাবা হয়। যদি মনে হয় সারফেসে মাউন্টেড কম্পোনেন্ট ব্যবহার হচ্ছে, তাহলে এই ডিভাইস ড্রাইভারকে আপডেট করে নিতে হবে। এরপরও যদি কাজ না হয়, তাহলে তা ডিজ্যাবল করে দিতে পারেন সিলিকনেই ক্ষতিকর উপাদানকে বায়োস মেনু থেকে। যদি সম্ভব হয় এর ফাংশনকে পিসিআই এক্সপ্রেস কার্ড দিয়ে অথবা এক্সটারনাল ইউএসবি ডিভাইস দিয়ে প্রতিস্থাপন করুন।

উইন্ডোজ স্টার্ট না হলে

উইন্ডোজ স্টার্ট হওয়ার আগে যদি ব্লু স্ক্রিন আবির্ভূত হয়, তাহলে Safe Mode-এ বুট করার জন্য চেষ্টা করতে পারেন। এজন্য পিসির সুইচ অন করার সাথে সাথে F8 ফাংশন কী চাপতে হবে। এখান থেকেই বুঝে নিতে পারেন ডিভাইস ড্রাইভার আপডেট করতে হবে কিনা অথবা ডিভাইস ম্যানেজার থেকে সন্দেহজনক ডিভাইসকে ডিজ্যাবল করে দেখতে পারেন।

ব্লু স্ক্রিন ছাড়াই যদি হঠাৎ করে পিসি শাটডাউন হয়, তাহলে এক্ষেত্রে সমস্যার মূল কারণ হতে পারে ওভারহিটিং। তাই ফ্যান চেক করে দেখা উচিত। এক্ষেত্রে মেমরি এরর আরেকটি সম্ভাব্য কারণ হতে পারে। তাই DIMM মেমরি একটি করে অপসারণ করে দেখুন। এরপরও যদি Windows Cannot Start এরর মেসেজ আবির্ভূত হয়, তাহলে ধরে নিতে পারেন এ সমস্যা বুটলোডারের, যা ওএসকে ভিন্ন জায়গায় খোঁজ করছে। এটি হতে পারে যদি হার্ডডিস্ককে সরিয়ে ফেলেন বা সিস্টেমের হার্ডডিস্ক পরিবর্তন করেন। ভিন্ন পোর্টে বুট ডিস্ক কানেক্ট করুন বা উইন্ডোজ ইনস্টলেশন সিডি থেকে বুট করুন। এরপর কমান্ড প্রম্পট ওপেন করে নিচের কমান্ডগুলো টাইপ করুন :

```
bootree /fixmbr
bootree /fixboot
bootree /rebuildbcd
```

এর ফলে সম্পূর্ণরূপে রিবিল্ড হবে উইন্ডোজ বুট লোডার এবং আপনার সিস্টেম রিস্টার হবে কাজের জন্য কজ

ফিডব্যাক : mahmood_sw@yahoo.com